Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2024 = 8.153
https://www.srjis.com/issues_data/236
Peer Reviewed & Refereed Journal, JULY-AUG 2024, Vol- 13/84

গতি প্রকৃতির বির্বতনে স্বাধীনতা ও স্বাধীনোত্তর বাংলা ছোটোগল্প

গৌতম কুমার প্রামানিক
গবেষক
বাংলা বিভাগ
সিকম স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি
বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৩১২৩৬

Paper Received On: 20 July 2024
Peer Reviewed On: 24 August 2024
Published On: 01 September 2024

Abstract

স্বল্প পরিসরে জীবনের একটা মুহূর্তের প্রতি আলোকপাত করা কথা-সাহিত্য হল ছোটো গল্প। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অহরহ বহু ঘটনা ঘটে থাকে। তার দু'একটি ছোটো খাঁট সুখ দুঃখ ব্যথা দীর্ণ সহজ সরল বিষয় একথার উপজীব্য। তাতে বর্ণনার ঘনঘটা বা তত্ত্ব উপদেশ থাকা অনুচিত। অন্তরে অতৃপ্তি নিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে। থাকবে একটা ব্যঞ্জনাময় মাধুর্য। ১৯৪১-১৯৬০ সালের মধ্যে বিভিন্ন ঘটনার অভিঘাত, দ্বন্দ্ব, সংঘাত, দাঙ্গা, মন্বন্তর ছোটোগল্পে কতটা প্রতিফলিত হয় তার প্রতি আলোকপাত করতে প্রয়াসী। ছোটোগল্পে সমকালীন জীবনযাত্রা কতটা ধরা পড়ে, অথবা গল্পকার কোন্ পথের ইঙ্গিত দেন তা শিক্ষনীয় বটে। নিজের অনুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসা শুধু নয়, সাধারণ মানুষ, বাঙালি সাহিত্য পাঠক, অনুসন্ধিৎসু সারস্বত সাধকের কাছে অজানা তথ্য উদ্ঘাটন, অনালোকিত বিষয়ের প্রতি

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

আলোকপাত আমার লক্ষ্য; সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ করে সাহিত্যে তথা ছোটগল্পের গতিপ্রকৃতি কিভাবে বিবর্তিত হতে থাকে কৌতূহলী পাঠকের সমীপে উদ্ঘাটন করা।

বিষয়সূচক শব্দ: গতিপ্রকৃতি, বির্বতন, স্বাধীনতা ও স্বাধীনোত্তর, বাংলা ছোটোগল্প।

ভূমিকা:

সৃজনশীল ছোটো গল্প দেশ ও জাতির বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রসঙ্গ প্রকরণ গতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর দশকে (১৯৪১-১৯৬০) ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ এবং সমাজজীবনে তার প্রভাব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫), রবীন্দ্রনাথের তিরোধান (১৯৪১), পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৩৫০ বঙ্গাব্দ), নৌ-বিদ্রোহ (১৯৪৬), তে-ভাগা আন্দোলন (১৯৪৬), সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬), ভারতের স্বাধীনতা লাভ (১৯৪৭), উদ্বাস্তু আগমন (১৯৪৬-১৯৫২), স্বাধীন ভারতের নির্বাচন (১৯৫২), বাঙালির ভাষা আন্দোলন (১৯৫২) প্রভৃতি ঘটনা বাঙলা ছোটোগল্পের গতি প্রকৃতির বির্বতন ঘটায়।

বর্তমানে ছোটোগল্পের বয়স একশো বছর পেরিয়ে গেলো; সেই সঙ্গে গল্পের নানান পরিবর্তনও সূচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর বাংলা ছোটোগল্পের বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও প্রমথ চৌধুরী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের পটভূমিতে গড়ে উঠেছিল সাহিত্যের নব পর্যায়ের আন্দোলন। 'কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি'

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

প্রভৃতি হলো সেই আন্দোলনের অগ্রদূত। কল্লোল যুগের বিখ্যাত ছোটোগল্পকার হলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬), অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৫), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) প্রমুখ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ছেচল্লিশের দাঙ্গা, হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষ ও দেশভাগ মিলিয়ে বাংলা ছোটোগল্পের পট সম্পূর্ণ পরিবর্তন হলো। এই সময়কালে দেশের আর্থিক-সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। সেই সময়ে গল্প রচনায় নিযুগু ছিলেন - বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত সমাজ সাহিত্যে পরিবর্তন ঘটেছে সন্দেহ নেই। সমাজ গড়া ভাঙার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। সমাজ জীবনের পুরাতন মূল্যবোধ ধীরে ধীরে বদলে যায়। সামাজিক ঘাত প্রতিঘাতে, মনন চেতনার সঙ্গে ছোটোগল্পের বিষয় ভাবনা, প্রকরণ, প্রকাশ এবং গতি প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটে। গল্পের সেই গতি প্রকৃতি এ গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য।

সমধর্মীসাহিত্য-পর্যালোচনা

স্বাধীনতা ও স্বাধীনোত্তর বাংলা ছোটোগল্পের বিকাশ একাধিক দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই সময়ের গল্পগুলিতে দেশভাগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক পরিবর্তন, এবং ব্যক্তিগত সংকটের বিষয়গুলো গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে। দেশভাগের ফলে সৃষ্ট শরণার্থী সমস্যা, উদ্বাস্তুদের সংগ্রাম, এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সমাজের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতাগুলি

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

সাহিত্যিকদের চিন্তা-ভাবনা এবং সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে, বাংলা ছোটোগল্পের বিভিন্ন ধারা এবং লেখকদের সাহিত্যিক ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকরা স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে বাংলা ছোটোগল্পের ভাষা ও প্রকরণে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। দেশভাগের ফলে উদ্‌ভূত সমস্যাগুলি বুদ্ধদেব বসুর গল্পে সরাসরি না থাকলেও, তার গল্পের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনের জটিলতা এবং মানসিক সংকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন, বুদ্ধদেব বসুর "তমস" গল্পে দেশভাগ-পরবর্তী মানুষের মানসিক সংকট এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা পাওয়া যায়, যেখানে বাস্তবতা এবং অবচেতন মন একসাথে মিশে গেছে (বসু, ১৯৫৭)।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার ছোটোগল্পে দেশভাগের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গেলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগুলিকে সামনে রাখতে হয়। তার "পদ্মা নদীর মাঝি" এবং "আত্মহত্যা" গল্পগুলিতে সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জীবন সংগ্রাম এবং অর্থনৈতিক সংকট অত্যন্ত গভীরভাবে চিত্রিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে দেশভাগের পরবর্তী সময়ের মানুষের হতাশা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিপন্নতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন "পদ্মা নদীর মাঝি" গল্পে নদীর প্রতীকী ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি মানুষের জীবন এবং প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্কের জটিলতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৩৬)।

দেশভাগ-পরবর্তী বাংলা ছোটোগল্পে আরও এক উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্করের গল্পগুলিতে ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষত এবং সামষ্টিক জীবনের পরিবর্তনের মিশেল রয়েছে। তারাশঙ্করের

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

"হাঁসুলী বাঁকের উপকথা" গল্পে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবন এবং তাদের মানসিক পরিবর্তনের গল্প বলা হয়েছে। এখানে রাজনীতি এবং অর্থনীতির প্রভাব থাকলেও ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং মানবিক মূল্যবোধের সংকটগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৪৭)।

স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে বাংলার মহিলাদের অবস্থা নিয়ে সাহিত্যিকদের মনোযোগ আকর্ষিত হয়। বিশেষ করে, আশাপূর্ণা দেবী এবং মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে মহিলাদের জীবনের নানামুখী সংকট এবং সংগ্রাম ফুটে উঠেছে। আশাপূর্ণা দেবীর "প্রথম প্রতিশ্রুতি" এবং "সুবর্ণলতা" গল্পগুলিতে মহিলাদের সামাজিক অবস্থান, স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে তাদের নিজস্ব জীবনযাত্রার সঙ্কটগুলি উঠে এসেছে। মহাশ্বেতা দেবীর "হাজার চুরাশির মা" গল্পে শরণার্থী মহিলাদের জীবন, তাদের সংগ্রাম, এবং সামাজিক অস্থিরতার মধ্যে তাদের স্থায়িত্ব বজায় রাখার চেষ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে (দেবী, ১৯৮০)।

শরণার্থী জীবন এবং তাদের সামাজিক ও মানসিক টানাপোড়েন সম্পর্কে লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তার ছোটোগল্পগুলিতে হাস্যরস এবং সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনের জটিলতা চিত্রিত করেছেন। তার গল্পগুলিতে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনের টানাপোড়েন এবং বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রামের প্রতিফলন পাওয়া যায়। শরণার্থী এবং মধ্যবিত্ত জীবনের সংকটগুলিকে তিনি সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, বিশেষ করে তার গল্পের চরিত্রগুলির মাধ্যমে (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭২)।

স্বাধীনতা-উত্তর সময়ের বাংলা ছোটোগল্পের সাহিত্যিক প্রকরণেও পরিবর্তন আসে। দেশভাগের ফলে বাংলা ভাষার ছোটোগল্পে এক ধরনের ভাঙনের

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

চিত্র উঠে আসে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখকরা প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গল্প বুনেছেন, যেখানে মানুষের জীবন ও প্রকৃতি একে অপরের সাথে যুক্ত। তার "আরণ্যক" গল্পে বন এবং মানুষের সম্পর্ককে বর্ণনা করা হয়েছে, যা দেশভাগ-পরবর্তী বাংলার মানুষের জীবনের ভাঙনের প্রতিফলন হিসেবে পড়া যেতে পারে (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৩৯)।

এই সময়ের বাংলা ছোটোগল্পে ভাষার পরিবর্তন এবং বর্ণনার নতুনত্বও লক্ষ্য করা যায়। একদিকে যেমন বিভূতিভূষণ এবং তারাশঙ্করের গল্পগুলিতে প্রকৃতি ও সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অন্যদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবন, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, এবং ব্যক্তিগত সংকট ফুটে ওঠে। এই পরিবর্তনশীল সমাজে ছোটোগল্পগুলি শুধুমাত্র সাহিত্যিক দিক থেকেই নয়, বরং সমাজের ইতিহাস এবং মানসিক অবস্থার প্রতিফলন হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে (মিত্র, ২০০০)।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ছোটোগল্পে নারীর অবস্থান, সামাজিক পরিবর্তন, এবং ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোড়েন প্রতিফলিত হয়েছে। এসময়ে মহিলাদের জীবনের বিভিন্ন দিক যেমন আর্থিক স্বাধীনতা, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা, সাহিত্যে গভীরভাবে চিত্রিত হয়েছে। যশোধরা বাগচীর মতো সমালোচকেরা দেখিয়েছেন, কীভাবে এই সময়ের গল্পগুলিতে মহিলাদের অবস্থান সমাজের পরিবর্তনের সাথে যুক্ত হয়েছে এবং তাদের জীবনযাত্রা এবং মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে (বাগচী, ১৯৯৭)।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

সময়ের প্রেক্ষিতে:

প্রথম পর্ব: স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর দশকে (১৯৪১-১৯৬০)

ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ এবং সমাজ জীবনে প্রভাব

১৯৪১ থেকে ১৯৫০ এই দুই দশক বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতের সমাজ রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। প্রথম আঘাত নেমে এসেছিল ১৯৪১ সালে ৭ আগষ্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধান। যা সাহিত্য শিল্প কৃষ্টি জগতে এক ইন্দ্রপতন ঘটে। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা হল ১৯৪২ সালে ৮ আগষ্ট পূর্ণ স্বরাজের দাবীতে গান্ধিজীর নেতৃত্বে ভারত ছাড়ো আন্দোলন হয় যা আগষ্ট আন্দোলন নামেও পরিচিত। ১৯৪৩ সালে বাংলা দুর্ভিক্ষে ৭০ লক্ষ মানুষের জীবনহানি, ১৯৪২-৪৩ সালে মেদিনীপুরে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। ১৯৪৬ সালে ২২ ফেব্রুয়ারী বোম্বাই-এ নৌ-বিদ্রোহ; ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে বাংলার বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে তে-ভাগা আন্দোলন, ১৯৪৩-৫১ সালের তেলেঙ্গানায় কৃষক বিদ্রোহ ভারতের রাজনীতিকে অস্থির করে তুলেছিল। ১৯৪৬ সালের ১৬ অক্টোবর মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবীতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুতে সরকার বুঝেছিল ভারতে তাদের শেষের দিন আগত। ১৯৪৭ সালে ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে ১৪ আগষ্ট পাকিস্থানের লিয়াকৎ আলি এবং ১৫ আগষ্ট ভারতের জওহরলাল নেহেরু যথাক্রমে পাকিস্থান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। ভারত বিভাজনের ফলে পূর্ব পাকিস্থান ও পশ্চিম পাকিস্থান থেকে আগত শরণার্থী সমস্যা এবং ভৌগোলিক বন্টনের ফলে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটেই

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

১৯৫০ সালে ২৬ জানুয়ারি ভারত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৪১-১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-সংঘাতে বাংলা ছোটো গল্প কেমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার প্রতি আলোকপাত করেছি। কালের স্রোত, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে লেখক কুলের সৃষ্টি কিভাবে বিবর্তিত ও গতিরেখা অতিক্রম করেছে তা পর্যালোচিত হয়েছে। ছোটো গল্পকারদের সৃষ্টি সমীক্ষায় উক্ত সৃষ্টির বিষয় বৈচিত্র্য, প্রসঙ্গের বৈভিন্ন্যতা এবং প্রকরণ শৈলীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চোখে পড়ে।

দ্বিতীয় পর্ব: ১৯৪০-১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যায়ের ছোটো গল্পের গতি প্রকৃতি

স্বাধীনতার পর সমাজ জীবন ছিল অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ। সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখে দাঁড়ায় মানব জীবন। পুরোনো প্রচলিত প্রথা ভেঙে চূরমার হয়ে যায়। এই সময়ে বাংলা ছোটো গল্পে পালাবদল ঘটে। গল্পে বৈচিত্র্য আসে। স্বাধীনতা ব্যক্তি জীবনে নিয়ে আসে পরিবর্তন। মানব জীবনে আদর্শ, মূল্যবোধ, বিধিনিষেধ শিথিল হয়ে যায়। এই স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে যে সকল গল্পলেখক গল্প লিখতে শুরু করেছেন তাদের গল্পে এই পরিবর্তনের রূপ স্পষ্ট দেখা যায়। গল্পের যে সকল বিষয় তাঁরা সংগ্রহ করেছেন তা প্রত্যক্ষ জীবন থেকে উঠে আসে। স্বাধীনতার পর সুপ্রচলিত বিধিনিয়ম ভেঙে গল্পের বিষয়ে হয়ে উঠেছে নূতনত্ব। ১৯৪৭ এর সময়কালটা ছিল বড় অস্থির। উদ্বাস্তু আন্দোলন, গণবিক্ষোভ ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়। ঠিক সেই সময়ে সাম্যবাদী চিন্তাভাবনায় উদ্‌বুদ্ধ হন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক ছিলেন না। কল্লোল গোষ্ঠীর

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

বাস্তববাদী আদর্শকে অনুসরণ করেন নি। নিজের বিচার-বিবেচনায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন স্বতন্ত্র লেখক। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে পরিবেশে থেকে বিষয় ও কাহিনির প্লট নির্বাচন করেছেন তা নিজ অভিজ্ঞতা প্রসূত। নিপীড়িত শোষিত মানুষের জীবন যন্ত্রণার রূপ অনুভব করেছেন তরুণ বয়স থেকেই। স্বাধীনতার পর মানুষ যেমন পরিবেশের শিকার হয়ে ওঠে, তেমনি পরিস্থিতির শিকার হয়। মানুষের নীতিবোধ, বিবেক, মনুষ্যত্ব সমস্ত কিছু ধূলিসাৎ হয়ে যায়। বাঁচার তাগিদে আদর্শ ও মূল্যবোধের অবসান হয়। স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মসর্বস্ব সভ্য সমাজের ভদ্রতা ও মুখোশের আড়ালে বিষাক্ত ও কূটিল রূপ প্রতিফলিত হয়। সমাজে ভদ্র জীবনের আড়ালে সবরকম হীনতা, নীচতা, নোংরামি, কুশ্রিতা ও কদর্যতা প্রকাশ পায়। গল্পকার মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীক্ষ্ণ জীবন দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে সূক্ষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

বাংলা সাহিত্য যখন যুদ্ধোত্তর হতাশা, বিভ্রান্তি, সংশয়, অস্থির গ্লানিবোধ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সেই সময়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে এসেছিলেন জীবন সম্পর্কে সুগভীর বিশ্বাস ও উপলব্ধি। বুদ্ধি বিশ্লেষণের সংকীর্ণ পথ ছেড়ে নিয়ে এসেছিলেন হৃদয়ের ভালোবাসা। তিনি মানুষের জীবনের কোনো বিশেষ মতবাদকে ছোটো করে দেখেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য ছিল মূলতঃ আদর্শবাদ ও রোমান্টিক ভাবরসে পুষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পর আদর্শবাদ ও মহানুভবতা ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পুণরায় তাঁর সাহিত্য সজীব করে তুলেছিলেন। তিনি জীবন ও জগতের সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। লেখক তাঁর বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতা সাহিত্যে রূপদান করেছেন।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটো গল্পের সংখ্যা অনেক। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক নিয়ে তাঁর গল্পের ভিত্তি। তিনি সমাজ ও পরিবেশ থেকে গল্পের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তাঁর গল্পে দেখা যায়, নিজ অভিজ্ঞতা, জীবনবোধ, কল্পনাশক্তি জগৎ ও জীবনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ। গ্রাম ও শহরের চেনা মানুষ তাঁর গল্পে ভীড় করে এসেছে। দেশভাগ, স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু সমস্যা ও মূল্যবোধের নানা পরিবর্তন এনেছিল। লেখক নিজেই বলেছেন – 'ঘৃণা বিদ্বেষ ব্যঙ্গ বৈরিতা আমাকে লেখায় প্রবৃত্ত করেনি, বরং বিপরীত দিকের প্রীতি, প্রেম, সৌহাদ্য, স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, পারিবারিক গন্ডীর ভিতরে ও বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক, একের সঙ্গে অন্যের মিলিত হবার দুর্বার আকাঙক্ষা বার বার আমার গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে।'

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক উত্তরসুরী হলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল প্রভৃতি প্রথম শ্রেণির গল্পকারেরা যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে বহন করেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। মহাযুদ্ধ আর মন্বন্তরের অশান্ত দিনগুলির পটভূমিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গল্প লিখতে শুরু করেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছিল বড়ই বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার জগৎ। বাংলার সর্বত্রগামী অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তাঁর স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার ভান্ডারে সঞ্চিত হয়েছিল সমস্ত বাংলাদেশের মানুষ, মৃত্তিকা, অরণ্য প্রান্তর। যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, মজুতদার, চোরাকারবারি প্রভৃতি মূল্যহীন মনুষ্যত্বের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

আবির্ভূত হয়েছেন। মানুষের প্রতি অপরিসীম দরদ ও বিশ্বাস তাঁকে সাহিত্যের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। বাংলাদেশের মাটির গন্ধ ও নদীর টান তাঁর রক্তে বিরাজমান। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্পের প্রেক্ষাপটে প্রকৃতি ও মানুষ, প্রেম, মনস্তত্ত্ব, সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রভৃতি বিষয়গুলি উপস্থাপিত করেছেন।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ছোটো গল্পের সে এক ভিন্ন স্বাদ, ভিন্ন মূর্তি, তা ধরা পড়ে তার বিষয় ভাবনার বৈচিত্র্যে এবং একই বিষয়কে বিভিন্ন দিক থেকে দেখার প্রয়াসে যেমন, তেমনি ছোটো গল্পের অঙ্গে নানান মাত্রায় ভেঙে চুরে সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে।

তৃতীয় পর্ব: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন ও স্বাধীনতা উত্তর দশকের আলোকে বাংলা ছোট গল্পের গতিপ্রকৃতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাঙালির আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট, পদ্মাতীরস্থ শিলাইদহে কবিগুরুর স্বপ্ন রঙিন নিসর্গ প্রকৃতির ক্রোড়ে বাস ও ছোট গল্পের বিস্ময়কর সৃষ্টি এবং কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির সৃষ্ট নতুন ভাবচেতনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। কল্লোল যুগে বাংলা ছোট গল্পের মোড় ঘোরা বা এক রূঢ় বাস্তবোচিত পথে চলা নজর কাড়ে।

১৯৩৯ খ্রিঃ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৫ খ্রিঃ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ ছ'বছর ধরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলে। দেশে বিদেশে চলমান জীবনের বিভিন্ন দিকে পরিবর্তন ঘটে। ব্রিটিশ বিরোধী গণ আন্দোলন নানাভাবে ওঠানামা করে, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ গোচর হয়। বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন, সাম্যবাদী আন্দোলন, দেশীয় রাজনীতির নানা সংকট ওঠানামা করে। এর মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ভয়াবহ মন্বন্তর বাঙালি সমাজে বিপর্যয় ঘটায়। বিদেশ শাসক ও শোষক শ্রেণির অবিমিষ্যকারীতায় কলকাতা ও বাংলাদেশের

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

সীমান্তে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের পদসঞ্চার ঘটে। দারিদ্র্য বেকারত্ব, মধ্যবিত্ত সমাজে ভাঙন, অবক্ষয় ঘনীভূত হয়। চাকরি করতে বেরিয়ে পেটের দায়ে মেয়েদের গণিকাবৃত্তি, মুনাফাখোরদের কালোবাজারি, বাটপাড়দের আনাগোনা নজর এড়ায় না। এক দুঃসহ চাপ সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে বাধে ছেচল্লিশের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এল স্বাধীনতা। দাঙ্গা, দেশ বিভাজনের যন্ত্রণা, বাস্তুহারার মর্মবেদনা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক দলের সংকট ও সমস্যা প্রকট রূপে দেখা দেয়। এল সাধারণ নির্বাচন, জয়ী দলের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মতে পথ চলা শুরু হয়। বাঙালির ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে নাড়া দিয়ে যায়। মনে প্রাণে তারা আলোড়িত হয়। পাঁচের দশকে দেখি ভারত শাসন ব্যবস্থায় দেশীয় রাজনীতির বিভিন্ন আন্দোলন; নীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, কুর্শি দখলের মত ও পথের হদিশ দেখানো। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ, শাসক বিরোধী সাম্যবাদী আন্দোলন, বুর্জোয়া অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করে অর্থনীতি পরিকাঠামো নির্মাণ পরিলক্ষিত হয়। বেকারত্ব, যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্ফীতি, বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনে সরকার সচেষ্ট থাকে। যুব সমাজে অস্থির চিত্ততা, মাঝে মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জীবনযাত্রায় জটিলতা প্রভৃতি উক্ত দশকের বৈশিষ্ট্য বলা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা লব্ধ লেখকদের লেখায় যুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি, রুদ্ধশ্বাস, ভয়ার্ত বিস্ময় ধরা পড়ে। যুদ্ধকালে আবির্ভূত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষ কুমার ঘোষ, বিমল কর, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী, ননী ভৌমিক ছোটগল্প লেখায় হস্তক্ষেপ করেন। এঁদের লেখায় যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর কালীন সমাজ ও অন্তঃশীল অভিঘাত ফুটে ওঠে।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

উপসংহার

ছোটগল্প আধুনিক কালের সৃষ্টি। আধুনিক কালের যুগচেতনা, ঘটার ঘাত সংঘাত, অন্তর্দ্বন্দ্ব, মনন চেতনা, সুখ-দুঃখ, বেদনা-যন্ত্রণা, সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া গল্পে পড়া স্বাভাবিক। যুদ্ধ, বিদ্রোহ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, জাতি দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, রণ্ডক্ষয়ী আন্দোলন, বেকারত্ব, ধনী-দরিদ্রের সংঘাত, শোষণ-বঞ্চনা প্রভৃতি ঘটনা ছোটগল্পে পড়েছে নজর এড়ায় না। মানুষের জটিল মানসিকতা ফ্রয়োডীয় দর্শন ও এযুগের গল্পে দৃষ্টি গোচর হয়। যুগোপযোগী বিচিত্র বিষয় ও কাহিনি যেমন গল্পে পড়ে তেমনি গল্পের শৈলি ও প্রকরণে বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। গল্পের রকম ও শ্রেণি নতুন নতুন রূপে প্রতিভাত হয়ে চলেছে। প্রকৃতি বা নিসর্গ বিষয়ক গল্প, সামাজিক গল্প, প্রেম বিষয়ক গল্প, অতিপ্রাকৃত গল্প, সাংকেতিক ছোটগল্প, হাস্যরসাত্মক ছোটগল্প, মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্প, মনুষ্যেতর বা পশুপ্রীতিমূলক ছোটগল্প, বাস্তব নিষ্ঠ ছোটগল্প, ডিটেকটিভ ছোটগল্প, বিদেশী প্রেক্ষাপটভূমিকায় ছোটগল্প, শিক্ষামূলক ছোটগল্প, শিক্ষা সমস্যামূলক ছোটগল্প, ভ্রমণ রসসিক্ত ছোটগল্প, বিজ্ঞান ভাবনামূলক ছোটগল্প প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিকতা লক্ষ্য করা যায়। এই বিষয় কেন্দ্রিকতার শ্রেণি আরো প্রসারিত করা যায়। ছোটগল্পে প্রকরণের বৈভিন্ন্যও ধরা পড়ে। কোন গল্পের সাবলিল প্রকাশ যেমন দেখি, তেমনি প্রকাশের চাকচিক্য, অলঙ্করণের বাহুল্য নজর এড়াবে না। কোন গল্প গল্পকার বলে চলেন, আবার কোন গল্পের চরিত্র কথক হিসাবে ধরা দেয়। ফ্ল্যাস ব্যাক পদ্ধতিতে কেউ গল্প শুরু করে, কোন গল্পকার গল্পে নাটকীয় চমক আনেন। ছোট গল্পের একমুখীনতা বৈশিষ্ট্য; তবুও দেখি একাধিক কাহিনি গল্পকথায় ভীড় করে। শুরু ও সমাপ্তিতে নাটকীয়তা কোন কোন গল্পে

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

দেখা যায়। আত্মজীবনীর ঢঙে ছোট লেখা দেখা যায়। কোন গল্প ফ্যাসান ধর্মী, বাহ্যিক আড়ম্বর সর্বস্বতা পরিলক্ষিত হয়। কোন গল্প বিষয়কেন্দ্রিক বা কাহিনি কেন্দ্রিক, কোনটা প্রকরণ সর্বস্ব, প্রকাশের নৈপুণ্য সেখানে বড় হয়ে ওঠে। সৃজ্যমান ছোটগল্প শাখাটি বিষয় বৈচিত্র্যে ও প্রকাশ নৈপুণ্যে নতুন নতুন রূপে ধরা দিয়েছে, আরো নতুন রূপরীতিতে ছোটগল্প শাখা প্রতীয়মান হবে আশা রাখি। ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ স্তব্ধ হয়নি, তা চলমান। তার রূপরীতি ভবিষ্যতে নির্ণিত হবে, তার শেষ কথা এখন বলা যাবে না, ভবিষ্যতের জন্য তা তোলা রইল।

সর্বোপরি, স্বাধীনতা-উত্তর দশকের বাংলা ছোটোগল্পের বৈচিত্র্যপূর্ণ ধারা, বিষয়বস্তু, এবং প্রকরণের পরিবর্তন বাংলার সাহিত্যিক ইতিহাসের এক অমূল্য অধ্যায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশভাগ, সামাজিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক সংকট, এবং ব্যক্তিগত জীবনের জটিলতার প্রতিফলন এই সময়ের বাংলা ছোটোগল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। এ সময়ের গল্পগুলিতে বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে, যেখানে মানবিক অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক বাস্তবতা নতুনভাবে চিত্রিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, ব. (১৯৫৭). তমস. কলকাতা: সিগনেট প্রেস।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, ম. (১৯৩৬). পদ্মা নদীর মাঝি. কলকাতা: দেজ পাবলিশিং।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ত. (১৯৪৭). হাঁসুলী বাঁকের উপকথা. কলকাতা: বিশ্বভারতী।

৪. দেবী, ম. (১৯৮০). হাজার চুরাশির মা. কলকাতা: সাহিত্যে সংসদ।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

৫. চট্টোপাধ্যায়, স. (১৯৭২). অন্নপূর্ণার অন্নপূর্ণা. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব. (১৯৩৯). আরণ্যক. কলকাতা: দেজ পাবলিশিং।

৭. মিত্র, স. (২০০০). বাংলা ছোটোগল্পের বিবর্তন. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

৮. বাগচী, য. (১৯৯৭). নারীর মুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য. কলকাতা:

প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies